দৈনিক খবর

২৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

ঢাকা, শুক্রবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৬ বাংলা

30 JUN 1989
5 কলাম

নারী শিক্ষার গুরুত্ব

নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন- তোমরা আমাকে শিক্ষিতা মা দাও, তাহলে আমিও তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারবো। এটা অত্যন্ত খাঁটি কথা যে, মায়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে গেলে তখন সন্তানরাও সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষিতা মায়ের পক্ষেই তার সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব।

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ এদেশের অবহেলিত নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত মঙ্গলবার ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের 'অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন ফর উইমেন' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মাঝে সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বেগম এরশাদ নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, একজন শিক্ষিতা মা মূলতঃ জাতির বিবেক হিসেবে চিহ্নিত। শিক্ষার আলো পেয়ে নারীসমাজ বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে জাতি গঠনে অবদান নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে উঠতে পারলে নারীর অধিকার যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও ফিরে আসে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে নারীসমাজকে শিল্প-সংস্কৃতি ও প্রশাসনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। ফার্স্ট লেডী উল্লেখ করেন যে, মহিলাদের কর্মশক্তি আমাদের সামগ্রিক জনশক্তিরই অঙ্গ। দেশের শতকরা ৯২ ভাগ মহিলা গ্রামে বাস করে। তারা অশিক্ষা; কুসংস্কার ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই সর্বাগ্রে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা বাড়ানো দরকার। বেগম রওশন এরশাদ একথাও বলেন যে, আজ আমাদের নারীসমাজের মাঝে আত্ম-সচেতনতা ও আত্মোপলব্ধি জেগে উঠেছে। তারা উন্নয়নের প্রতিটি ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান করে নিচ্ছে। এই উদ্দীপনা অব্যাহত থাকলে দেশের প্রতিটি অফিস-আদালতে, কলে-কারখানায় মহিলাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বেগম রওশন এরশাদ যা বলেছেন, দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই তার সাথে একমত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, তাই নারীসমাজ অশিক্ষায় ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকলে গোটা সমাজের উন্নতি কখনও আশা করা যাবে না। সমাজদেহের অর্ধাংশ পঙ্গু হয়ে থাকলে সে সমাজ কখনও নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁটাচলা করতে পারবে না। আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতার একটা প্রধান কারণ হলো নারী শিক্ষার অভাব। এমনিতেই এদেশে সামগ্রিক শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, তার মধ্যে নারী শিক্ষার হার একেবারেই নগণ্য। ফার্স্ট লেডী উল্লেখ করেছেন যে, দেশের শতকরা ৯২ ভাগ মহিলা গ্রামে বাস করে। আর গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা যে কত হতাশাজনক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়াও রয়েছে অন্ধ কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে নানা বিধি-নিষেধ। ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটাকে বাঁকা চোখে দেখে থাকেন। মহিলারা চিরকাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকবে এটাই তাদের কাম্য। এই ভাবধারা চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে এবং ফলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখে পুরুষদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারটাকে অনেকেই গুরুত্ব দিতে চায় না। অবশ্য এটা আমাদের সমাজের সমগ্রিক পশ্চাৎপদতারই নিদর্শন। আবার এটাও ঠিক যে, নারী শিক্ষার প্রসার না ঘটলে সামাজিক পশ্চাৎপদতা কোনদিনই ঘুচবে না। তাই সচেতন পুরুষদেরই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে, এত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা বিভিন্ন অফিস-আদালতে বিভিন্ন পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। পুরুষ সহকর্মীদের চাইতে তাদের কর্মদক্ষতা মোটেই কম নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ভালো কাজ করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেলে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারের মেয়েরাও যে সরকারী, আধা-সরকারী অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই অনেক পাওয়া গেছে। এমনকি বাঙ্গালী মুসলমান মহিলারা জজকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচারকের গুরুদায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তাররাতো বহু আগেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুযোগ পেলে তারা যে ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন, 'বুয়েট'-এর ছাত্রী সংখ্যাই তার প্রমাণ। প্রয়োজনীয় সুযোগ- সুবিধা দিতে পারলে এদেশে প্রতিবছর বহসংখ্যক মহিলা ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব।

অতএব, নারী শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বেগম রওশন এরশাদ যে সব কথা বলেছেন তার তাৎপর্য অনুধাবন করে রাষ্ট্র ও সমাজকে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে সামাজিক অগ্রগতির ধারায় যে অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চারিত হবে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।